তারিখ ৭ [illegible] 2005
পৃঃ ১৪ কলাম ৫

দৈনিক জনকণ্ঠ

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্র কমার পাশাপাশি ড্রপ আউটও বাড়ছে

মোশতাক আহমেদ

দেশের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্র সংখ্যা কমে যাওয়ার পাশাপাশি ড্রপআউটের সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। কেবল এবারের এইচএসসি, আলীম ও এইচএসসি ব্যবস্থাপনা পরীক্ষার প্রথম দিকেই প্রায় দশ হাজারের মতো শিক্ষার্থী ফরম পূরণ থেকে শুরু করে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করেও ড্রপআউট হয়েছে। বোর্ড চেয়ারম্যান, শিক্ষক নেতা ও কলেজ অধ্যক্ষদের মতে নকল কমে যাওয়ার পাশাপাশি কলেজগুলোতে পড়াশোনার মান খারাপ হওয়া এবং ইংরেজী শিক্ষকের অভাবে প্রস্তুতি নিতে না পেরে শেষ পর্যন্ত শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় ড্রপআউট হয়।

গত ১২ মে থেকে শুরু হয় দেশের দ্বিতীয় বৃহৎ পাবলিক পরীক্ষা এইচএসসি। সারাদেশে সাতটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত এইচএসসি পরীক্ষায় চার লাখ বাইশ হাজার ৫শ' ৪৬ শিক্ষার্থী অংশ নেয়ার কথা থাকলেও পরীক্ষার প্রথম দিন ইংরেজী প্রথম পর্বের পরীক্ষাতেই প্রায় ছয় হাজারের মতো শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল। এসব শিক্ষার্থী ফরম পূরণ থেকে শুরু করে প্রবেশপত্র হাতে পেয়েও শেষ পর্যন্ত পরীক্ষার হলে ঢুকেনি।

এরমধ্যে প্রথম দিনে বোর্ডওয়ারী অনুপস্থিতির সংখ্যা ঢাকা বোর্ডে সর্বোচ্চ এক হাজার সাত শ' ৬৬, রাজশাহীতে এক হাজার এক শ' ৮২, যশোরে আট শ' ৪৪, চট্টগ্রামে ছয় শ' ৬৭, কুমিল্লায় চার শ' ৫৩, বরিশালে তিন শ' ৭৪ এবং সিলেট বোর্ডে তিন শ' ৩৫। ইংরেজী দ্বিতীয় পর্বের পরীক্ষাতেও কয়েক হাজার শিক্ষার্থী অনুপস্থিত ছিল।

একই সময়ে শুরু হওয়া মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত আলীম পরীক্ষার প্রথম দিনে অনুপস্থিত ছিল এক হাজার ছয় শিক্ষার্থী। কারিগরি বোর্ডের অধীনে ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা পরীক্ষায় দু'দিনে ড্রপআউট হয়েছে দুই হাজার এক শ' ১৩ শিক্ষার্থী। এসব ড্রপআউটের সংখ্যা গতবারের চেয়ে অনেক বেশি। শুধু তাই নয়, এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় গতবারের চেয়ে প্রায় পৌনে এক লাখ পরীক্ষার্থীও কমেছে।

এসব বিষয় নিয়ে কথা হলে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর শাহেদা ওবায়েদ জনকণ্ঠকে জানান, ইংরেজীর প্রতি আমাদের ছাত্রদের ভয় অনেক আগে থেকেই। তাছাড়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরেজীর শিক্ষক না থাকায় সেসব কলেজের ছাত্ররা ইংরেজীতে ভাল প্রস্তুতি নিতে পারে না। এ জন্য শেষ মুহূর্তে এসে পরীক্ষা দিতে ভয় পায় তারা। নকল বন্ধ হয়ে যাওয়াও অনুপস্থিতির একটা বড় কারণ। যারা প্রস্তুতি নিতে পারে না তারা নকলের আশায় এসে থাকে। কিন্তু নকল বন্ধ হয়ে যাওয়া তাদের সে সুযোগটিও আর থাকছে না। তার মতে, ইংরেজীতেই বেশি ড্রপআউট হয়। অন্য পরীক্ষায় কম ড্রপআউট হবে বলে তিনি আশা করেন।

প্রবীণ শিক্ষক নেতা অধ্যাপক ড. ম. আখতারুজ্জামান বলেন, পরীক্ষায় কড়াকড়ির পাশাপাশি যেসব প্রতিষ্ঠান কেবল রাজনৈতিক প্রভাবে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে কিন্তু পড়াশোনার কোন বালাই নেই সেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ড্রপআউট বেশি হয়। কারণ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোন পড়াশোনা হয় না। তাছাড়া ইংরেজী শিক্ষকের অভাবেও ছাত্ররা এ বিষয়ে ভাল প্রস্তুতি নিতে পারে না, যে কারণে দেখা যায় ইংরেজী পরীক্ষাতেই ছাত্রদের ড্রপআউট বেশি হয়।

রাজধানীর কয়েকটি নামীদামী স্কুলের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকের সঙ্গে কথা হলে তাঁরাও একই সুরে কথা বলেন। তাঁদের মতে নকল বন্ধ হওয়াই এর মূল কারণ।